দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, চৈত্র - বৈশাখ, ১৪২৯ - ১৪৩০

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের উদ্যোগে ও ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শ্রী মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় গত ৬ই এপ্রিল, ২০২৩, সকাল ১০ ঘটিকা থেকে ২৪ নং ওয়ার্ড অফিসের পাশে টাস্ক অফিস প্রাঙ্গণে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল।

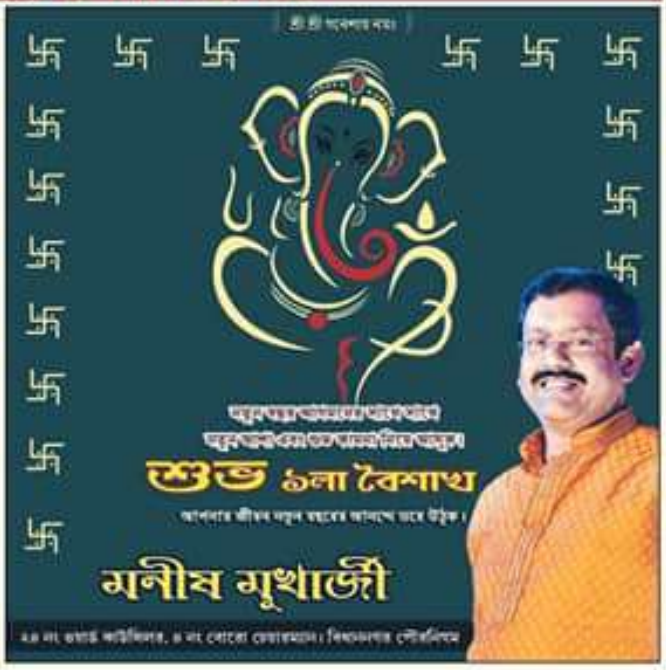































স্বরচিত কবিতা

## নতুন ঈশ্বর

**তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়**

নতুন করে মাখবো বিষাদ
নতুন করে হারবো আমি
নতুন করে শব্দ গ্লানি
তবুও নতুন সে যে একটু দামী

বিষাদ? সে কি হয় কী দামী!
বিষের মধ্যে আলো কোথায়?
ঝাড়বাতি নয়, জ্বলছে প্রদীপ
সে যে নতুন করে যুদ্ধ শেখায়।

এই পৃথিবীর আলো দেখিয়ে ছিলে তুমি
প্রতিটি হৃদস্পন্দনে তোমারই নিঃশ্বাস
ধর্ম বলো পুণ্য বলো সবই তো তোমার
প্রতিটি পদক্ষেপে তবে এই বিশ্বাস

চোখের দুয়ারে তুমি নেই
তবু তুমি আছো আমার ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে
আমার প্রতিটি মুহূর্ত শুধু
বাজে যে তোমারই সুরে।

জাগো ২৪

২ দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, চৈত্র - বৈশাখ, ১৪২৯ - ১৪৩০

## সম্পাদকীয় কলমে

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে যায়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস গড়িয়ে আসে পয়লা বৈশাখ। আমাদের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী বিরামহীন সৈনিকের মতো করে যান একের পর এক উন্নয়নের কর্মসূচী। সেই উন্নয়ন কর্মই নিয়ে আসে নতুন বছরের স্নিগ্ধ বাতাস। চৈত্র অবসানে বর্ষ হলো শেষ। এলো নতুন বছর ... নববর্ষ।

উন্নয়ন করতে গেলে আগে জানতে হবে ... উন্নয়ন কি? কাকে বলে প্রকৃত উন্নয়ন? আমরা যখন কোনো দেশ বা অঞ্চলের প্রতি তাকাই তখন আমরা আপাতদৃষ্টিতে বলে দিতে পারি - কোন দেশটিতে উন্নয়নের অবস্থা কেমন। এই ভাসাভাসা ধারণা থেকে আমরা উন্নয়নকে সাধারণভাবে বুঝতে পারলেও সেই উন্নত বা অনুন্নত সমাজ, দেশ বা অঞ্চলে সম্পদ কীভাবে বণ্টিত হচ্ছে তা জানা বা বোঝা সম্ভব হয় না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিতে উপার্জন, উপার্জনের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহারের পরিমাণ, মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও মোট উৎপাদনের কত অংশ জনগণ ভোগ করছে, জীবনমান কেমন ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে উন্নয়ন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

গড় আয়ের দিক থেকে যে সব রাষ্ট্র সমান অবস্থানে রয়েছে, সে সব রাষ্ট্রের জীবন যাত্রার মান এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম, সুযোগ, বিশুদ্ধ পরিবেশ, নিরাপদ বায়ু ও জল, অপরাধ-অরাজকতা ইত্যাদি দিক থেকেও আমরা এক দেশের সাথে অন্য দেশের পার্থক্য সনাক্ত করতে পারি, সে সব দেশের গড় আয় সমান হবার পরেও। আর আয়ের সাথে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ ও বিচার করে একেকটি দেশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা যায় এবং অন্য একটি দেশের উন্নয়নের সাথে তুলনা করা যায়। আমরা এর মাধ্যমে বুঝতে পারি কোন রাষ্ট্র কম উন্নত এবং কোন রাষ্ট্র বেশি উন্নত।

সনাতন প্রথায় উন্নত ও অনুন্নত অবস্থা প্রকাশ করার জন্য উপার্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হতো। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শুধু উপার্জনের ওপর দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে না। উন্নত জীবনমানের ক্ষেত্রে উপার্জন বা আয় ছাড়াও বেশ কিছু বিষয় যুক্ত রয়েছে। এর জন্যই সকলের উন্নয়নের প্রকৃত ধারণা থাকা উচিৎ। উন্নয়ন ব্যাকরণ এক বিশাল সাগরের ন্যায়।

আমাদের মনীষ জানে বলেই এবং সেই শিক্ষায় সে শিক্ষিত বলেই আজ দেশ গুরুর প্রথম ধাপ যে নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় বা একটি ওয়ার্ড নিয়েই করতে হয়, তারই প্রমান আমাদের ২৪ নং ওয়ার্ড। আর সেই উন্নয়নের সফল রূপকারের নাম "মনীষ মুখার্জী"।



## পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর কলমে

### " আমার কথা "

আমার ওয়ার্ডের প্রতিটি জনসাধারনকে জানাই বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। আজ আমার মনের কথায় রাখবো শুধুই নববর্ষের সুগন্ধের সুগন্ধী। মনে পড়ে শৈশবের কথা, কৈশোরের কথা, যুবা সময়ের কথা। স্মৃতি বড়ো মধুর। সেই স্মৃতিশিকারই কিছু কথা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিলাম, আমার এই কথায়।

পৃথিবীর প্রতিটি জাতিসত্তার কাছে সেই জাতির ঐতিহ্যগত নতুন বছরের সূচনা পরম পবিত্র বলে গণ্য হয়। বাঙালিও এর ব্যতিক্রম নয়। সাধারণ বাঙালি জীবনে বছরের যে কয়েকটি দিন সকল প্রকার ক্লেশ এবং গ্লানিকে ভুলিয়ে মনের অন্তঃস্থলে নতুন আনন্দের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তোলে, সেই দিনগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা নববর্ষের সূচনাকাল।

বাংলা নববর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে বসন্ত ঋতুর অন্তিম মাস চৈত্রের অবসানে বৈশাখের সূচনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। বর্ষবরণের অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত বাঙালির জীবন পুরাতন বছরের সকল দুঃখ ও গ্লানির কথা ভুলে নতুন করে বাঁচার আশায় বুক বাঁধতে থাকে। এই প্রসঙ্গেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

"নিশি অবসান, ওই পুরাতন
বর্ষ হলো গত
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত
বন্ধু হও শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বছরের সাথে
পুরাতন অপরাধ যতো।"

আমি সবসময়ে চেষ্টা করি আমার এই ২৪ নং ওয়ার্ডে সম্প্রীতির বাতাবরণ রেখে চলার। ঈদ উৎসব যে রকম মহাসমারোহে পালিত হয় এখানে, তেমনি বাংলা নববর্ষ বা ইংরাজী নববর্ষও পালিত হয়। মানুষ মানুষের জন্যে। এই বিশ্বাস আমি সবসময়ে মাথায় রেখে চলি। আগামীদিনে এটাই মেনে চলবো যতদিন দেহে আছে প্রাণ। মনে আছে বাংলা মায়ের মৃত্তিকার সুন্দর সুগন্ধের আবেশ।

*(..... ক্রমশঃ)*

## জনমন বার্তা

- মাননীয় মনীষ মুখার্জীকে প্রথমেই জানাই শ্রদ্ধা। যিনি নিজ উদ্যোগে রাস্তা উঁচু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়িত করে, আমাদের এলাকায় রাস্তায় জল জমার সমস্যা প্রায় বন্ধ করতে সফল হয়েছেন। আমরা সকলেই ছোটবেলা থেকে পড়েছি প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে। অথচ আমরা আজ পর্যন্ত প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে পারিনি। কিন্তু মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে আমাদের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই আমার মনে হয় এইভাবে আমরা পরিবেশকে দূষিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারি। আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ মাননীয় মনীষ মুখার্জী মহাশয় যেন আগামী দিনেও এমন ভাবেই মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। **- অপরূপা কুন্ডু [AD - 38]**
- আমরা পাড়ার কাজে খুবই সন্তুষ্ট। বিশেষ করে মশার জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়েছি। পাড়াতে আলোর ব্যবস্থা ভালো। রাস্তাও পরিষ্কার থাকে। সব থেকে বড় অসুবিধা হল পানীয় জল। এখানকার জলে এত আয়রন আছে যে শরীর খারাপ হয়। এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে দেখবেন। ভালো থাকবেন। **- দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [BD - 31]**
- It is observed that the work done, during acute dengue period by the worker of Health Department is very very nice under the proper supervision of Sri Manish Mukherjee, Councillor of Ward No. 24. We are Happy with the said works. ***- S. K. Roy [BC - 76]***
- পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর হেল্থ কর্মীরা কাজ করায় আমাদের কমপ্লেক্সে মশা মাছির হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। প্লাস্টিক দ্রব্যগুলি যেন চারিদিকে ফেলা না হয় এটাই আমার অনুরোধ আর কাজকর্ম যেন ঠিকঠাক চলে। **- [illegible] ঘোষ [BD - 37]**
- ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ বাবুর তত্ত্বাবধানে যে কাজকর্মগুলো হচ্ছে তা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। বর্তমানে রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ মশা নিরোধক ওষুধের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাচ্ছি। নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দে রাখার জন্য যে পরিকল্পনা ও যোগাযোগ মাননীয় কাউন্সিলর মহাশয় ব্যবস্থা করেছেন - তাতে আমি খুশি। **- প্রশান্ত কুমার পিট [AD - 293]**

## বিজন আলোয়

সমৃদ্ধ দত্ত

শুভ্রজিত মুখার্জী

অনুপ্রিয়া বসাক

# উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর নেতৃত্বে প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চলে রোটেশন পদ্ধতিতে মশার তেল দেওয়ার কাজ করেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।

পৌরপিতার পরিচালনায়, চলছে প্রতিদিনের নর্দমা সাফাই এবং জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ।

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ২৪নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত গীতাঞ্জলি পথের শেষ প্রান্তে এবং ৭নং অঞ্চলের শিশুপার্ক সংলগ্ন এলাকায় নতুন LED স্ট্রীট লাইট লাগানো হলো.....

বিধাননগর পৌরনিগমের পরিচালনায়, ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় ২৪ নং ওয়ার্ডের ঘরে ঘরে চলছে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের অন্তর্গত পচনশীল বর্জ্য ফেলার জন্য সবুজ এবং অপচনশীল বর্জ্য ফেলার জন্য নীল রঙের বালতি দেওয়ার কাজ .....

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী প্রতি মাসের ১ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের খাদ্যদ্রব্য দুঃস্থ মানুষের হাতে তুলে দেন।

২৪ নং ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনো রকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা - যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাইবোনেরা ফুটপাথে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনোরকম ব্যবসায়িক জিনিষপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার ওপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলে সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাথ অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনোরকম ব্যবসায়িক জিনিষপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব । এছাড়াও পূজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পূজা কমিটিগুলিকে জানানো হচ্ছে যে তাঁরাও যেন কোনো রকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহার না করেন । অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাইবোনেদের কাছে অনুরোধ - আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে 98744 21441 / 96749 66239 / 98743 36030 এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়,
বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শ্রী মনীষ মুখার্জীর ঐকান্তিক উদ্যোগে
ও ব্যবস্থাপনায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এর সহযোগিতায়
গত ২রা এপ্রিল সকাল ১০ ঘটিকায় ওয়ার্ড অফিসের নিকটে, টাঙ্গা অফিস প্রাঙ্গনে,
বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং টেস্ট এর আয়োজন করা হয়েছিল।
উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এর কর্ণধার ও বিশিষ্ট সমাজসেবী
শ্রী সঞ্জীব আচার্য্য মহাশয় এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. রঞ্জিত সরকার মহাশয়।
এই স্বাস্থ্যশিবিরকে কেন্দ্র করে সাধারন মানুষদের উৎসাহ এবং যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের শতরূপা পল্লী একটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানে প্রচুর খড়বাড়ি ছাড়াও রয়েছে অনেক ব্যবসায়িক দোকানঘরও। তাই ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর ঐকান্তিক উদ্যোগে শতরূপা পল্লীর সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাইবোনেদের ব্যবহারের জন্য সুদৃশ্য বাথরুম তৈরী করা হয়েছে।

## মাতৃসাধনায় পৌরপিতা... ...

ওয়ার্ড অফিস পার্শ্বস্থ শ্রীশ্রী মা শীতলা দেবীর মন্দিরে, রবীন্দ্রপল্লী সার্বজনীন শীতলা পূজা কমিটির পূজায়, শতরুপা পল্লী, বালকবৃন্দ ক্লাব, রবীন্দ্রপল্লী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব এবং ৮ নং অঞ্চল পুরানো শীতলা পূজা কমিটির পূজামন্ডপে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মাতৃসাধনায় নিজেকে ব্রতী করে, অঞ্জলির প্রণাম নিয়ে উপস্থিত থাকলেন এবং পূজার ভোগ বিতরন উৎসবে নিজ হাতে মাতৃপ্রসাদ পরিবেশন করে মাতৃভক্তদের সাথে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এলাকার জনসাধারনের এইসকল পূজাকে নিয়ে এবং পৌরপিতার উপস্থিতি নিয়ে উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

একজন কর্মপিপাসু পৌরপিতা হিসাবে শ্রী মনীষ মুখার্জীর প্রথম লক্ষ্য ছিল তাঁর ওয়ার্ডের প্রতিটি সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করা, তাই পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর সমর্থনে ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে পৌরপিতার কর্মোদ্যোগ, একতা, মৈত্রতা ও সৌহার্দ্যের বার্তায় ২৪ নং ওয়ার্ডে সর্বপ্রথম কোনও মিডিয়া দ্বারা "জন সংযোগ যাত্রা" শুরু হয়েছে।
প্রতি সপ্তাহে জাগো ২৪ মিডিয়া পৌঁছে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের দুয়ারে।

-: সম্পাদক :-
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
-: দূরভাষ :-
87770 98458 / 98303 11696

-: কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ :-
শ্রী সুদীপ্ত সেন
-: হোয়াটস্ অ্যাপ :-
98317 65251 / 98303 11696

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া, কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে )

*** আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি.পি.- ৭, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি, কোলকাতা - ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত